22 MAY 2016
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

কুষ্টিয়ায় হোমিও চিকিৎসক সানাউর রহমান হত্যার প্রতিবাদে এলাকার সর্বস্তরের মানুষের মানববন্ধন যুগান্তর

কুষ্টিয়ায় চিকিৎসক হত্যা

## আহত ইবি শিক্ষকের অবস্থা আশংকাজনক

### দায় স্বীকার আইএসের

**কুষ্টিয়া প্রতিনিধি**

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল শিশিরমাঠে দুর্বৃত্তদের হামলায় হোমিও চিকিৎসক মীর সানাউর রহমান নিহতের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। সানাউর রহমানের ভাই অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক মীর আনিসুর রহমান বাদী হয়ে শনিবার বিকেলে মডেল থানায় অজ্ঞাত তিনজনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। শুক্রবারের ওই হামলায় গুরুতর আহত কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. সাইফুজ্জামানের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। শনিবার

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

## আহত ইবি শিক্ষকের অবস্থা আশংকাজনক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তার মাথায় এক দফা অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। আজ আরেক দফা অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা। এদিকে হোমিও চিকিৎসক হত্যার দায় ইসলামিক স্টেট (আইএস) স্বীকার করেছে বলে খবর দিয়েছে জঙ্গি তৎপরতা পর্যবেক্ষণকারী ওয়েবসাইট সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ।

**গুরুতর আহত ইবি শিক্ষক ড. মো. সাইফুজ্জামান রাজধানীর অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন :** *ইবি প্রতিনিধি জানান,* শনিবার বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত তার মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক প্রফেসর ম্যাথিউজ শনিবার রাতে যুগান্তরকে জানান, রোগীর মাথায় অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। হাতের অপারেশন রাতে করা হবে। তিনি আরও বলেন, ড. সাইফুজ্জামান বর্তমানে আইসিইউতে আছেন। ৪৮ ঘণ্টা পর বলা যাবে তিনি আশংকামুক্ত কিনা।

ড. সাইফুজ্জামানের স্ত্রী সোনিয়া সুলতানা শিখা যুগান্তরকে বলেন, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অপারেশন ভালো হয়েছে। আজ মাথায় আরেকটি অপারেশন করা হবে। এদিকে ড. সাইফুজ্জামানকে দেখতে অ্যাপোলো হাসপাতালে যান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আবদুল হাকিম সরকার। তার সঙ্গে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখার পরিচালক আকাম উদ্দিন, রেজিস্ট্রার এসএম আবদুল লতিফ। এ সময় ভিসি বলেন, আমরা তার খোঁজখবর নিয়েছি। চিকিৎসার ব্যয়ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বহন করা হবে।

এদিকে শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় কুষ্টিয়া কালেক্টরেট ঈদগাহ ময়দানে নিহত হোমিও চিকিৎসক মীর সানাউর রহমানের জানাজা শেষে কুষ্টিয়া পৌর কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি শাহাবুদ্দিন চৌধুরী। তিনি বলেন, পুলিশ তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রেখেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে অজ্ঞাত আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিহত চিকিৎসক সানাউরের ভাই মীর আনিসুর রহমান জানান, বিকেলে মডেল থানায় অজ্ঞাত তিনজনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেছি। পরিবারের সবাই চাই আমার ভাইয়ের আসল খুনিরা ধরা পড়ুক। আইএসের দায় স্বীকারের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পুলিশ ও র‍্যাব তদন্ত করে দেখুক কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে তার কোনো শত্রু ছিল বলে আমাদের জানা নেই। তিনি ফ্রি হোমিও চিকিৎসা দিতেন।

পুলিশের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে জানান, সানাউর রহমানকে যে উগ্রপন্থীরা খুন করেছে এ বিষয়টি তারা মোটামুটি নিশ্চিত। হত্যার সময় একাধিক টিম অংশ নেয় বলে তারা ধারণা করছেন। তারপরও শিশিরমাঠ এলাকায় সানাউরের বিশাল বাগানবাড়ি রয়েছে। সেখানে জমি নিয়ে কারও সঙ্গে বিরোধ ছিল কিনা এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুক্রবার সানাউর রহমানের দুই সহকারীকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তবে তাদের কাছ থেকে তেমন কিছু জানতে পারেনি পুলিশ।

এদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, সাইফুজ্জামান ইবিতে শিক্ষক হিসেবে ২০০৫ সালে যোগ দেন। তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালানো হয় বলে আমরা মনে করছি। তিনি প্রগতিশীল ভাবধারার মানুষ ছিলেন। তুরে কারও সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা ছিল বলে আমাদের জানা নেই। হামলার এ ঘটনা আমরা হালকাভাবে নিচ্ছি না। ক্যাম্পাস বন্ধ আছে। খুললে কঠোর কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামবে শিক্ষকরা।

হোমিও চিকিৎসক মীর সানাউর রহমানকে হত্যার প্রতিবাদ ও বিচার দাবিতে শনিবার বিকালে মানববন্ধন করে এলাকার সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা। শহরের সাদ্দাম বাজার মোড় এলাকায় এ মানববন্ধনে এলাকার শত শত মানুষ অংশ নেয়। পরে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক এমএ মুহিদ, প্রফেসর আইয়ান উল্লাহ ফয়সাল, বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. বাকি বিল্লাহ বিকুল, কুষ্টিয়া আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান মন্টু, বাসদের সমন্বয়ক সফিউর রহমান শফি প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সানাউর রহমান ছিলেন একজন সমাজসেবক। তিনি মানুষের সেবা করতেন। এলাকার মানুষের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াতেন। তার মতো একজন মানুষকে এভাবে হত্যা করা হতে পারে এটা ভাবাও যায় না। প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি এ হত্যা রহস্য উদঘাটন করে প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতার করা হোক।